গাংনীতে গ্রাহকের সাথে অসাদাচারণ করায় এনজিও সংস্থা উদ্দীপনের মাঠ কর্মীকে পিটিয়েছে

গ্রাহকদের সাথে অসাদাচারণের অভিযোগে এনে বেসরকারী সংস্থা উদ্দীপনের মাঠ কর্মী মাজেদুল ইসলামকে (২৫) পিটিয়েছে স্থানীয়রা। সামেদুল ইসলাম উদ্দীপন সংস্থার গাংনী অফিসের মাঠ কর্মী।

সোমবার বিকাল ৩ টার দিকে এ মারপিটের ঘটনা ঘটে। তবে, ঋণদান সংস্থা উদ্দীপনের গাংনী উপজেলা শাখার ব্যবস্থাপক রাজু জানান, ধানখোলা গ্রামের এক গ্রাহককে ঋণ দিতে না চাইলে স্থানীয় কিছু যুবকের সাথে মাঠকর্মী সামেদুল ইসলামের কথাকাটাটি হয়। একথাকাটির জের ধরে মারপিট করা হয়েছে।

স্থানীয়রা জানান, উদ্দীপনের অপর মাঠ কর্মী আহসান ইমাম গ্রাহকদের সাথে প্রতিনিয়ত অসাদাচারণ করে আসছেন। এব্যাপারে উদ্দীপনের চুয়াডাঙ্গা আঞ্চলিক ব্যবস্থাপককেও জানানো হয়েছে। বিষয়টি খোঁজ খবর নিয়ে ব্যবস্থা নেবেন বলে জানান তিনি।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের টেন্ডারে স্বাক্ষর জালিয়াতি

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ২০২১-২২ অর্থ বছরে শল্য চিকিৎসা সরঞ্জামাদি (এম.এস.আর) খাতে এক কোটি ২১ লাখ টাকার টেন্ডারে স্বাক্ষর জালিয়াতি করে নিজের পছন্দের ঠিকাদারকে কাজ পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য পরিবার

পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ আশরাফুজ্জামান লিটনের বিরুদ্ধে। টেন্ডার কমিটির ৬ সদস্যের মধ্যে দুইজন সদস্য তাদের স্বাক্ষর জাল করা হয়েছে বলে দাবি করেছেন।
এরা হলেন, গাংনী উপজেলা প্রকৌশলী (এলজিইডি) ইঞ্জিনিয়ার ফয়সাল হোসেন ও তৎকালিন উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মোহাঃ আলাউদ্দীন। এছাড়া সিভিল সার্জন অফিসের চিকিৎসক ডাঃ ফয়সাল হারুনের স্বক্ষরও জালিয়াতি করা হয়েছে বলে দাবী করা হয়েছে।
৬ সদস্যের টেন্ডার কমিটির অন্যান্য সদস্যরা হলেন, গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমেপ্লেক্সের উপজেলা স্বাস্থ্য পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ আশরাফুজ্জামান লিটন, মেডিকেল অফিসার মারুফ হাসান, সিভিল সার্জন অফিসের মেডিকেল অফিসার ডাঃ ফয়সাল হারুন, গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডাঃ ফেরদৌস পারভেজ।
তবে যদিও টেন্ডার প্রক্রিয়ার শুরুতেই হাসপাতালের আর.এম.ও ডাঃ মোহাম্মদ খোকন রেজার নাম ছিলো থাকলেও টেন্ডারের মাঝখানে তার নামটিও পরিবর্তন করে অন্য এক চিকিৎসককে ভারপ্রাপ্ত আবাসিক মেডিকেল অফিসার বানিয়ে কমিটিতে নাম দেওয়া হয়।

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের তথ্যানুযায়ি ২০২১ সালের ২৩ আগস্ট গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ২০২১-২২ অর্থ বছরের চিকিৎসা শল্য চিকিৎসা সরঞ্জামাদি (এম.এস.আর) খাতে পত্রিকায় একটি টেন্ডার প্রকাশ করে। পরে ৯ জন ঠিকাদার টেন্ডার জমা দেন।

সেখানে সর্বনিম্ন দরদাতা হিসেবে ঢাকার মেসার্স আইয়ান ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল, মেহেরপুরের জোহা এন্টার প্রাইজ, ঢাকার সাহিদা ট্রেডার্স ও মেসার্স আরিয়া ট্রেডার্সের সর্বনিম্ন ও সমদরের তালিকা তৈরি করে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয় কর্তৃপক্ষ। অভিযোগ রয়েছে, স্বাক্ষর জালিয়াতি করে ঐ কর্মকর্তা তার পছন্দের ঠিকাদারকে কাজ পাওয়ে দেবার চেষ্টা করছেন।

তবে, বিষয়টি নিয়ে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ আশরাফুজ্জামান লিটন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের স্বাক্ষর জাল নয় বলে দাবি করলেও পরে তিনি ভূল স্বীকার করে আর একটি কাগজ দেখান। যেখানে ঐ কমিটির দুইজন সদস্য হাসপাতালের কর্মকর্তা ডাঃ আশরাফুজ্জামান লিটন ও আবাসিক মেডিকেল অফিসার ফেরদৌস পারভেজের স্বাক্ষর রয়েছে।
দাবি করা হয় দুই জনের স্বাক্ষর দিয়ে তারা স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে পাঠিয়েছেন। অন্য কেউ হয়তো ৬ জনের স্বাক্ষর করেছেন। দুই জনের

স্বাক্ষর দিয়ে টেন্ডারের কাগজ পাঠানো যায় কিনা তার কোন সদুত্তোর দিতে পারেননি তিনি।
সাক্ষরের বিষয়ে জানতে চাওয়া হয় ঐ টেন্ডার প্রক্রিয়া কমিটির সদস্য গাংনী উপজেলা এলজিইডি’র প্রকৌশলী ফয়সাল হোসেন বলেন, এ স্বাক্ষর আমার হতে পারেনা। কারণ আমি স্বাক্ষর করার পর তারিখের জায়গায় কখনই ডট ব্যবহার করিনা। তাছাড়া স্বাক্ষরটিও আমার সাক্ষরের সাথে মিল নেই। কেউ আমার স্বাক্ষর জালিয়াতি করলে তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হুশিয়ারিও দেন তিনি।
ঐ কমিটির অপর সদস্য গাংনী উপজেলা শিক্ষা অফিসার মোহাঃ আলাউদ্দীন বলেন, এপ্রিলের আগেই আমি গাংনী উপজেলা থেকে মুজিবনগর উপজেলায় বদলি হয়ে এসেছি। আর এ স্বাক্ষরও আমার করা নয়। আমার স্বাক্ষরের সাথে বেশ কয়েক জায়গায় অমিল রয়েছে।
কমিটির সদস্য ডাঃ ফয়সাল হারুন বলেন, দেখে মনে হচ্ছে এটি আমার স্বাক্ষর। তবে ১৬ এপ্রিল আমি কোন কাগজে স্বাক্ষর করেছি কিনা তা মনে করতে পারছিনা।
উপজেলা স্বাস্থ্য পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ আশরাফুজ্জামান লিটন ভুল স্বীকার করে বলেন, আমার কাছ থেকে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর দ্রুত কাগজটি চেয়েছিলো। আমি উপস্থিত দুইজনের স্বাক্ষর করে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে পাঠিয়েছি। তারপর কি হয়েছে আমার কিছুই জানা নেয়। শুধুমাত্র দুইজনের স্বাক্ষর করে এমন কাগজপত্র পাঠানো যায় কিনা এমন পশ্নের জবাবে কোন সদুত্তোর মেলেনি।
অন্যদিকে ডাঃ খোকন রেজাকে কেন কমিটি থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ঐ চিকিৎসক হাসপাতালে আবাসিক মেডিকেল অফিসারের দায়িত্ব পালনকালে বিনা ছুটিতে এক মাস উপস্থিত ছিলেননা। তাই তাকে না জানিয়ে কাজের সুবিধার্থে তার নাম বাদ দিয়ে বর্তমানে ভারপ্রাপ্ত আবাসিক মেডিকেল অফিসারের নাম কমিটিতে রাখা হয়েছে। সিভিল সার্জন ডাঃ জাওয়াহেরুল আনাম সিদ্দিকী বলেন, বিষয়টি আমি শুনেছি। টেন্ডার প্রক্রিয়াটির বিষয়টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমেপ্লেক্সের ব্যাপার। আমার কাছে কোন লিখিত অভিযোগ আসলে তদন্ত সাপেক্ষে ব্যাবস্থ্য গ্রহণ করবো।

৩২০ বস্তা ফিড জব্দ, কারখানা সীলগালা

গাংনী উপজেলার ইকুড়িয়া এইচবি ক্যাটল ফিড মিলের বৈধ কাগজপত্র না থাকায় সীলগালা করে দিয়েছে ভ্রাম্যমান আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও গাংনী উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাজমুল আলম। এসময় ক্যাটল ফিড মিলের মধ্যে থেকৈ বিভিন্ন কোম্পানীর ক্যাটল ফিডসহ ৩২০ বস্তা ফিড জব্দ করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। অভিযান চালানোর সময় মিল মালিক হযরত আলী পলাতক ছিল।
আজ সোমবার (১৬ মে) দুপুরের দিকে এ অভিযান চালান তিনি।
এসময় গাংনী উপজেলা প্রাণিসম্পদ সম্প্রসারণ কর্মকর্তা আলাউদ্দীন ও গাংনী থানা পুলিশের একটি টীম উপস্থিত ছিলেন।
ভ্রাম্যমান আদালতের নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট নাজমুল আলম জানান, এইচ বি ক্যাটল ফিড মিলে অবৈধভাবে পোলট্রি খাবার প্রস্তুত করা হচ্ছে মর্মে সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালানো হয়। অভিযানের কথা টের পেয়ে কারখানার মালিক হজরত আলী পালিয়ে যায়।
কারখানাটির প্রয়োজনীয় বৈধ কোন কাগজপত্র নেই। এছাড়া বিভিন্ন কোম্পানীর ফিড পাওয়া গেছে যা সম্পুর্ণ বেআইনী।
বিধায় ৩২০ বস্তা ফিড জব্দ করা ছাড়াও কারখানাটি সীলগালা করা হয়েছে। তলব করা হয়েছে কারখানার মালিককে।

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের নতুন সভাপতি ফরহাদ হোসেন ও সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন শেষে পুনরায় সভাপতি হিসেবে ফরহাদ হোসেন এমপি ও সাধারণ সম্পাদক হিসেবে এম এ খালেকের নাম ঘোষণা করা হয়েছে।

সোমবার বিকালে মেহেরপুর শহীদ ড. সামসুজ্জোহা পার্কে সম্মেলনের

২য় অধিবেশন কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আ.ফ.ম বাহাউদ্দীন নাসিম নতুন কমিটির নাম ঘোষণা করেন।

এছাড়া সহসভাপতি হিসেবে অ্যাড. মিয়াজান আলী, জিয়া উদ্দিন বিশ্বাস, আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাস, আব্দুল মান্নান, অ্যাড. ইয়ারুল ইসলাম, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক পদে আড. ইব্রাহীম শাহীন, সদস্য পদে সাবেক এমপি প্রফেসর আব্দুল মান্নান, সাবেক এমপি জয়নাল আবেদীনের নাম ঘোষণা করা হয়।

পি কে হালদার আওয়ামী লীগের দলীয় কেউ না —ওবায়দুল কাদের

বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক, সড়ক ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের ফখরুলকে উদ্যেশ্য করে বলেছেন, অর্থ পাচারের সাথে জড়িতদের তালিকা প্রকাশ করার কথা বলেছেন। মির্জা ফখরুল সাহেব আপনি কালো চশমা পরে বক্তব্য রাখছেন। বাংলাদেশের অর্থ পাচারের আসামী বিএনপি নেত্রী আপনাদের মা ও বিএনপির ভাইসচেয়ারম্যান তালিকায় এক নম্বরে আছেন। আওয়ামীলীগের কেউ অর্থ পাচার করলে শেখ হাসিনা কাউকে ছাড় দেননা। তার জলন্ত উদাহরণ ফরিদপুরে।

সোমবার (১৬ মে) দুপুরে মেহেরপুর শহীদ সামসুজ্জোহা পার্ক অনুষ্ঠিত জেলা আওয়ামী লীগের ত্রি-বার্ষিক সম্মেলনের উদ্বোধনী বক্তব্যে এসব কথা বলেন কাদের।

তিনি রাজধানীর নিজ বাসভবন থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত হন মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের এই ত্রিবার্ষিক সম্মেলনে।
মির্জা ফখরুল হুশিয়ারী দিয়ে কাদের আরও বলেন, তথ্য প্রমান ছাড়া কোনো কথা বলবেননা। খুব বাড়াবাড়ি করছেন আপনি। প্রধান মন্ত্রীর নামটি উচ্ছারণেও সম্মানবোধ করেন না আপনী। প্রধান মন্ত্রী বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুরের কন্যা।

ওবায়দুল কাদের বলেছেন পিকে হালদার আওয়ামী লীগ দলের কেউ না। দলে পিকে হালদারদের মত লোকের জায়গা হবে না।

তিনি সম্মেলনের দায়ীত্বশীলদের উদ্যেশ্যে তিনি বলেন, ত্যাগী ও দলের বিগত কমিটির অবহেলিত নেতা কর্মীদের জায়গা দিতে হবে। কোনো চিহ্নিত সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজ, মাদক ব্যবসায়ী, অবৈধ অর্থ পাচারকারীদের পরিবর্তে ত্যাগী নেতাকর্মীদের দলের কমিটিতে রাখতে হবে। আওয়ামী লীগে অনেক ভাল লোক আছে। দলের গুরুত্বপূর্ণ পদে তাদের পদায়ন করতে হবে। বসন্তের কোকিলরা দুঃসময়ে থাকবে না। সুবিধাভোগীদের দুঃসময়ে হাজার পাওয়ারের বাতি জ্বালিয়ে খুঁজে পাওয়া যাবে না। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বাহাউদ্দীন নাসিম এমপি।

সম্মেলনে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, বক্তা খুলনা বিভাগীয় আওয়ামীলীগের সাংগাঠনিক সম্পাদক বিএম মোজাম্মেল হক এমপি। বিশেষ অতিথি বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির নির্বাহী সদস্য আমিনুল আলম এমপি, পারভীন জামান কল্পনা এমপি, গ্লোরিয়া ঝর্ণা এমপি, গাংনী উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি ও মেহেরপুর-২ আসনের জাতীয় সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন।
হেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেকের সঞ্চালনায় সম্মেলনে স্বাগত বক্তব্য রাখেন, সম্মেলনের সভাপতি মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি ও জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন দোদুল এমপি।

ওবায়দুল কাদের আরও বলেন, ক্ষমতা থেকে আওয়ামী লীগ নয়, বরং জনগণ মনে করে আন্দোলন ও নির্বাচনে ব্যর্থতার দায়ে মির্জা ফখরুলসহ বিএনপির টপ টু বটম (বড়-ছোট সব) নেতাদের পদত্যাগ করা উচিত। শেখ হাসিনার নেতৃত্বের আলোয় বাংলাদেশ আজ আলোকিত হয়েছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি। দেশের উন্নয়ন ও অর্জন বিএনপি চোখে দেখে না বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

দলের নেতাকর্মীদের উদ্দেশ করে ওবায়দুল কাদের বলেন, দেশের চলমান উন্নয়ন-অর্জন ধরে রাখতে হলে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আগামীতেও আওয়ামী লীগকে ক্ষমতা রাখতে হবে। দেশের গণতন্ত্র, মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশকে বাঁচাতে আওয়ামী লীগকে বাঁচাতে হবে।
আগামী জাতীয় নির্বাচন ও আওয়ামী লীগের জাতীয় সম্মেলনকে সামনে রেখে এখন থেকেই দলকে সুসংগঠিত ও স্মার্ট হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। শেখ হাসিনার নেতৃত্বে নৌকার বিজয় নিশ্চিত করতে হবে।

মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের ত্রি-বার্ষিক কাউন্সিল শুরু

জাতীয় ও দলীয় পতাকা উত্তোলন, শান্তির প্রতিক পায়রা এবং বেলুন উড়িয়ে মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের ত্রি-বার্ষিক কাউন্সিল শুরু হয়েছে।
পরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন প্রধান অতিথি বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বাহা উদ্দীন নাসিম এমপি ও প্রধান বক্তা খুলনা বিভাগীয় আওয়ামীলীগের সাংগাঠনিক সম্পাদক বিএম মোজাম্মেল হক এমপিসহ সম্মেলনের বিশেষ অতিথি বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির নির্বাহী সদস্য আমিনুল আলম এমপি, পারভীন জামান কল্পনা এমপি, গ্লোরিয়া ঝর্ণা এমপি, গাংনী উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি ও মেহেরপুর-২ আসনের জাতীয় সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন।
মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেকের সঞ্চালনায়

সম্মেলনে স্বাগত বক্তব্য রাখেন, সম্মেলনের সভাপতি মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি ও জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন দোদুল এমপি। সম্মেলনে উপস্থিত আছেন মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের নেতৃবৃন্দ ও পাশের জেলার আওয়ামীলীগ নেতৃবৃন্দ। মেহেরপুর শহীদ সামসুজ্জোহা নগর উদ্যান মাঠে এ সমাবেশ চলছে।
উল্লেখ্য দীর্ঘ ৭ বছর পরে মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের ত্রি-বার্ষিক কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সম্মেলন (ভার্সচুয়্যাল)উদ্বোধন করেছেন বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের এমপি।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে আটক ১১

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে বিভিন্ন মামলায় ১১ জন আসামী গ্রেফতার হয়েছেন।
রবিবার দিবাগত রাতে জেলার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে এসব আসামী গ্রেফতার করে পুলিশ।
আদালতের পরোয়ানাভূক্ত আসামীদের মধ্যে জিআর মামলার ৫ জন ও সিআর মামলার ১ জন রয়েছে।
এছাড়া মাদক মামলায় ১ জন ও জুয়া আইনে দায়ের করা মামলায় ৪ জন আসামী।
আটকদের মধ্যে মুজিবনগর থানা পুলিশ ১০ জনকে ও সদর থানা পুলিশ ১ জনকে গ্রেফতার করেছে।
পুলিশ সুপার রাফিউল আলমের নির্দেশে সদর থানার ওসি শাহ দারা খান ও মুজিবনগর থানার ওসি মেহেদী রাসেলের নেতৃত্বে পুলিশের পৃথক দল অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করেন।
মেহেরপুর পুলিশ সুপারের কন্ট্রোলরুম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। গ্রেফতারকৃতদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

চিকিৎসক সোনিয়ার বিরুদ্ধে আদালতের স্বপ্রনোদিত মামলা

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের গাইনি ও প্রসূতি (কনসালটেন্ট) সোনিয়া আহমেদের বিরুদ্ধে সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার পর আদালতের বিজ্ঞ বিচারক স্বপ্রনোদিত হয়ে মামলা দায়ের করেছেন। মেহেরপুর আমলী আদালতের প্রথম শ্রেনীর ম্যাজিস্ট্রেট এস, এম, শরিয়ত উল্লাহ’র

সিজার করাতে বললাম সেখানে করলি না, বাড়ি যা বুঝতে পারবি। সিজারের কিছুদিন পর থেকেই আমার স্ত্রী অসু¯’ হয়ে পড়েন। পেটে জ্বালা যন্ত্রণা অনুভব করতে থাকে। পরে ডা. সোনিয়া আহমেদের কাছে পুনরায় নিয়ে গেলে ১৪ মার্চ তিনি আবারও হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে নেন। সিজারের ¯’◌ানে ইনফেকশন হয়েছে বলে জানান তিনি। পরে আমার স্ত্রীকে হাসপাতালে পুনরায় অপারেশন করেন।দ্বিতীয়বার অপারেশন করার পর সেলাই না করে ১২ দিন হাসপাতালে রাখেন ডাক্তার সোনিয়া। আমাদের রোগীকে দেখার জন্য তাকে বারবার অনুরোধ করলেও দেখতে দেইনি সে। রোগীকে সেলাই না দিয়েই ফেলে রাখে তাকে। আমরা রোগীকে আল্ট্রাসনো করতে চাইলেও সে তা করতে দেইনি আমাদের। রোগীকে ছাড়পত্রও দেননি তিনি। অপারেশনের ১২দিন পর সেলাই করেন ডাক্তার সোনিয়া।

আদালতের স্বপ্রনোদিত মামলা তদন্তের নির্দেশ

গাংনীর বেতবাড়িয়া গ্রামে পরোকীয়া প্রেমের জের ধরে স্থানীয় ইউপি সদস্যের বাড়িতে শালিস বিচারের নামে দেড় লাখ টাকা জরিমানা আদায়ের ঘটনা দৈনিক মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকা ও পরের দিন কয়েকটি অনলাইন মিডিয়াতে প্রকাশ হওয়ার পর মেহেরপুর আমলী আদালত (সদর) সিনিয়র জুডিশীয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এস, এম, শরিয়ত উল্লাহ বিষয়টি আমলে নিয়ে স্বপ্রণোদিত মামলা রুজু করেছেন।এবং একই সংগে গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জকে তদন্তের নির্দেশ প্রদান করেছেন।
ওই ঘটনা নিয়ে মেহেরপুর প্রতিদিনের প্রথম পাতায় “গাংনীতে দেড় লাখ টাকার বিনিময় বড় বোনকে সংসার করতে দিলেন মমতাজ”শীরোনামে সংবাদ প্রকাশ হয়। সংবাদটি নজরে আসার পর মহেরপুর আমলী আদালতের ম্যাজিস্ট্রেট এস, এম, শরিয়ত উল্লাহ’র স্বপ্রণোদিতভাবে এ রুল জারি করেন।
উল্লেখ্য, গত শুক্রবার বিকালে কাজিপুর ইউনিয়ন পরিষদের ৮ নং ওয়ার্ডের সদস্য সাইদুল ইসলাম বেতবাড়িয়া গ্রামে তার নিজ বাড়িতে শালিস বৈঠক করেন। এসময় কাজিপুর ইউনিয়নের আরেক ইউপি সদস্য ফুল চাঁদসহ এলাকার বেশ কয়েকজন ব্যাক্তিবর্গ ওই শালিস বৈঠকে বেতবাড়িয়া গ্রামের শাহাবুল ইসলা কে দেড় লাখ টাকা জরিমানা করেন। এসময় নগদ ৫০

হাজার টাকা গ্রহণ করেন ও বাকী ১ লক্ষ টাকা দেওয়ার জন্য সময় বেধে দেন তারা।
সাম্প্রতিক সময়ে গাংনী উপজেলার বেতবাড়িয়া গ্রামের শাহাবুল মোল্লার সাথে পরোকীয়ার জের ধরে শালিকা মমতাজ খাতুন চলে যায়। এঘটনায় ইউপি সদস্য সাইদুর রহমান ও ফুলচাঁদ শালি দুলাভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করে তাদেরকে বাড়িতে নিয়ে আসে। এ নিয়ে শুক্রবার সন্ধ্যায় বসে গ্রাম্য সালিশি। এতে দেড়লাখ টাকা জরিমানা ধার্য করা হয়। ওই টাকা দেয়া হয় শাহাবুলের শশুর কাজিপুর গ্রামের মজিবর রহমানকে।
ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক জানান, তিনি মোবাইল ফোনে তদন্তের একটি কপি পেয়েছেন। মূল কপি পেলেই তদন্ত শুরু করবেন।

আশায় বাঁচে চাষা

আশায় বাঁচে চাষা। ঝড় ঝন্ডা সকল প্রতিকুল পরিবেশ অতিক্রম করে আমাদের খাদ্য যোগান দেন এই চাষারা। সারাদিন মাঠে মাঠে কাজ করে ক্লান্ত শরীরে বাড়ি ফিরছেন কৃষক।
ছবিটি মেহেরপুরের গাংনীর উপজেলার ধলার মাঠ থেকে তোলা।
ছবি : আকতারুজ্জামান